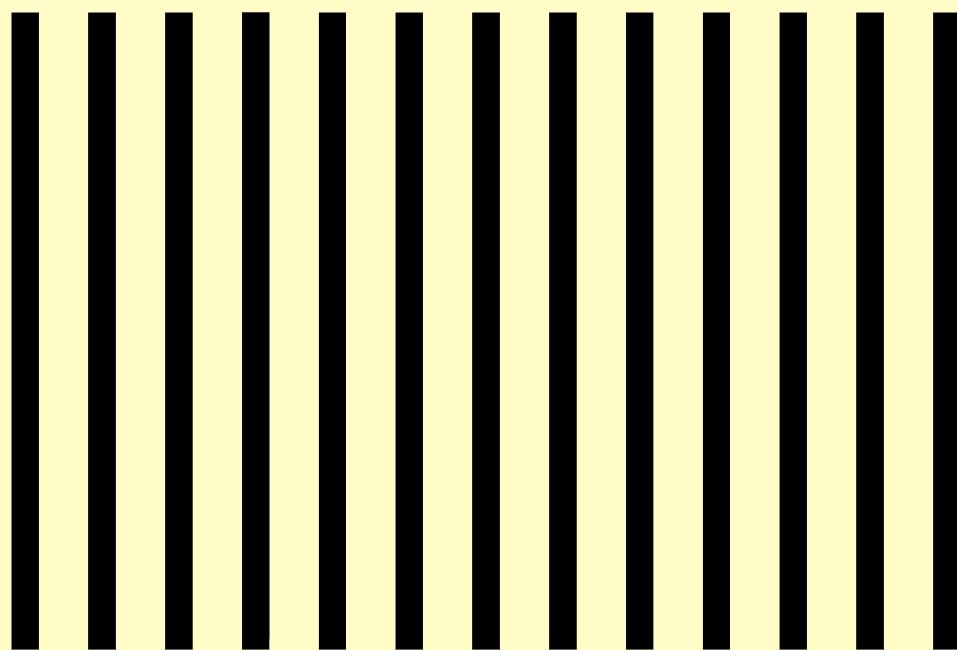
মাসআলা আমীন বিল জেহের



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

মাসআলা আমীন বিল জেহের



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

Mas’al Ameen Bil Jeher
Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

উৎসর্গ
সেখ ফারহান আখতার আল-নুমান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১৩ জুলাই ২০১৪
First Print: 15st July 201
Compose and PDF Creater Mohd. Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ২০/- (কুড়ি টাকা)

Mas’ala Ameen Bil Jeher, Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 13 July 2012 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 20/- (Twenty Rupise Only)

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

নামাযে আমিন আস্তে বলা হবে না জোরে বলা হবে এ সম্পর্কে চার মাযহাবের মতভেদ রয়েছে । গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসদের মতে সশব্দে আমিন বলা ওয়াজীব । অপরদিকে হানাফী ও মালিকী মাযহাবে আস্তে আমিন বলা বলা মুস্তাহাব এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে সশব্দে আমিন বলা মুস্তাহাব । হানাফী ও মালিকী মাযহাবে সশব্দে আমিন বলা জায়েয তবে আস্তে বলাই উত্তম এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে আস্তে আমিন বলাও জায়েয তবে সশব্দে বলা উত্তম । এখানে চার মাযহাবের মধ্যে মতভেদ হল উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কে । এটাকে নিয়ে চার মাযহাবের মধ্যে কোন মারাত্মক মতভেদ নেই ।

কিন্তু মনগড়া পাগলের মাযহাব আহলে হাদীস মাযহাবে জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আমিন বলা ওয়াজীব । কেউ যদি আস্তে আমিন বলে তাহলে তার নামাযটাই অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে ।

আমি এখানে আস্তে আমিন বলার সপক্ষেই দলীল পেশ করেছি ।

পাঠকদের বলি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন পরবর্তী

পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ । পরিশেষে পাঠকদের জানাই আপনারা দোওয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খতিমা বিল খাইর দান করুন । (গ্রন্থকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ- শালজোড়, পো ঃ- লোকপুর
থানা ঃ- খয়রাশোল, জেলাঃ- বীরভূম
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত
মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail - md.abdulalim1988@gmail.com

প্রসঙ্গ কথা

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ১৩০০ বছর আগে ইসলামের প্রসার শুরু হয়েছে । এখানে হানাফী মতাবলম্বীরাই কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ নিয়ে আসেন । এখানে লক্ষ্য লক্ষ্য অমুসলমানকে মুসলমান করেন । অসংখ্য মাদ্রাসা নির্মান করেন, যেখানে কুরআন, হাদীস ও হানাফী ফিকাহ্ গ্রন্থ পড়ানো হত । হাজার হাজার মসজিদ নির্মান করেন যেখানে হানাফী নিয়মানুযায়ী নামায পড়ানো হত । এই প্রসঙ্গে আহলে হাদীসদের মহামান্য নবাব সিদ্দিক হাসান খান

‘‘আসল কথা হল, যখন থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম এসেছে তখন থেকে মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, অধিকাংশ মানুষ রাজা বাদশাহদের তরিকা ও মাযহাব পছন্দ করত । তখন থেকে এই পর্যন্ত (অর্থাৎ ইংরেজরা আসা পর্যন্ত) সমস্ত মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং এই মাযহাব অনুসারে আলিম, ফাজিল, কাজী, মুফতী এবং হাকীম হতেন । এমনকি উলামাদের এক বৃহত্তম দল মিলিত হয়ে ‘ফাতাওয়া হিন্দিয়া’ (ফাতাওয়া আলমগিরি) নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন । এদেরই মধ্যে ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর পিতা শাহ আব্দুর রহীম সাহেব ।’’ (তরজুমানে ওহাবীয়া, পৃষ্ঠা-১০)

নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন । তখন আহলে হাদীসদের নাম ও নিশানা ছিল না । যখন থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজদের অশুভ পা পড়ল তখনই ইংরেজরা মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য আহলে হাদীস দলটির তৈরী করল এবং বিভিন্ন মতভেদী মাসআলাগুলো নিয়ে এই ইংরেজদের তৈরী করা আহলে হাদীসরা মুলমানদের মসজিদগুলোকে যুদ্ধের ময়দান বানিয়ে দিল । ইংরেজদের প্ররোচনায় আহলে হাদীসরা হানাফীদের মসজিদে নোংরা জিনিসপত্র, নাপাকী, দুর্গন্ধযুক্ত পচা গোস্ত ফেলে দিত । অনেক মসজিদে তালা লাগিয়ে দিত । এজন্য আনেক মামলা মুকাদ্দামা হয় এবং লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বরদাদ হয় ।

মাসআলা আমিন বিল জেহের এমন একটি মাসআলা যার জন্য লড়াই করে হাজার হাজার মুসলমানের শরীর রক্তাক্ত হয় ।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসার আগে আহলে হাদীসদের একটিও মসজিদ নির্মান হয়নি যেখানে জোরে আমিন বলা হত এবং ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে একটিও পুস্তকও জোরে আমিন বলা নিয়ে লেখা হয়নি । যা কিছু লেখা হয়েছে ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার বহু পরে ।

আহলে হাদীসদের মাযহাব

(১) আহলে হাদীসরা যখন একাকী নামায পড়েন তখন তাঁরা ফরজ নামায হোক অথবা সুন্নত নামায হোক অথবা নফল নামায হোক তাঁরা আস্তে আমিন বলেন । এই আমল তাঁরা কোন হাদীসে পেয়েছেন কে জানে ।

(২) যদি আহলে হাদীসরা ফরজ নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করেন তাহলে তাঁরা ছয় রাক্আতে জোরে আমিন বলেন এবং বাকী এগারো রাক্আতে আস্তে আমিন বলেন । অর্থাৎ ছায় রাক্আতে তাঁরা আহলে হাদীস ও বাকী এগারো রাক্আতে তাঁরা হানাফী হয়ে যান ।

(৩) আহলে হাদীসরা সমস্ত প্রকার দুয়া আস্তে করেন । যেমন, সানা, তসবীহ, রুকুর দুয়া, সিজদার দুয়া, দরুদ প্রভৃতি । কিন্তু নামাযে আমিন বলার সময় চিৎকার হয়ে উঠেন ।

(৪) অন্যান্য দুয়ার শেষে আহলে হাদীসরা আস্তে আমিন বলেন কিন্তু ফরজ নামাযের শেষে আহলে হাদীসরা চিৎকার করে উঠেন ।

সুতরাং কেবলমাত্র ছয় রাক্আত ফরজ নামাযে আহলে হাদীসরা জোরে আমিন বলেন বাকী সব জায়গায় তাঁরা আস্তে আমিন বলেন । কেন

তাঁরা এরকম করেন তা আজ পর্যন্ত কোন আহলে হাদীস সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমান করতে পারেন নি ।

কুরআন শরীফ থেকে আস্তে আমিন বলার প্রমাণ

আমিন হল দুয়া

আস্তে আমিন প্রমাণ করার আগে প্রথমেই বলে রাখা উচিৎ যে আমিন হল একধরণের দুয়া । যেমন, বুখারী শরীফে আছে, ‘‘ক্বালা আত্বা আমিন দুয়া’’ অর্থাৎ আত্বা (রহঃ) বলেন, আমিন হল দুয়া ।’’ (বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৭)

অপরদিকে কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণ হয় আমিন হল দুয়া । যেমন কুরআন শরীফের সুরা ইউনুসের ৮৯ নং আয়াতে মুসা (আঃ) আল্লাহর কাছে ফিরআউনের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য দুয়া করেছিলেন আর হারুন (আঃ) কেবল মাত্র আমিন বলেছিলেন । তখন আল্লাহ পাক বললেন, ‘‘তোমাদের দুজনের দুয়া কবুল করা হয়েছে ।’’ (কুরআন শরীফ, ১১ পারা, সুরা ইউনুস, আয়াত নং ৮৯)

সুতরাং এখানে আল্লাহ পাক হারুন (আঃ) এর আমিন বলাটাকেও দুয়া বললেন । তাই বুখারী শরীফ ও কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণ হয় আমিন হল একধারনের দুয়া । আর দুয়া সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘‘উদ্‌উ রাব্বাকুম তাযার্‌রুয়া খুফিয়া ।’’

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে দুয়া কর আজিজির সাথে এবং নিম্নস্বরে । (কুরআন শরীফ, ৮ পারা, সুরা আরাফ, আয়াত নং ৫৫)

সুতরাং আমিন হল দুয়া আর কুরআন শরীফের হুকুম অনুযায়ী দুয়া আস্তে আস্তে করতে হবে । এই প্রসঙ্গে ইমাম জাসসাস (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘উক্ত আয়াত ও আমাদের পূর্বোক্ত হাদীস সমূহ এ কথার দলীল যে দুয়া করাটা নিম্নস্বরে করাটা উচ্চস্বরে করা অপেক্ষা উত্তম । কেননা, গোপন ভাবে দুয়া করা মানে নিম্নস্বরে দুয়া করা । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে । আর এতে এ মাসআলারও দলীল নিহিত আছে যে নামাযে সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর আমিন নিম্নস্বরে বলাটা উচ্চস্বরে বলা অপেক্ষা উত্তম । কেননা, এটা দুয়া । আর আমিন বলার দুয়ার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দলীল হল (১১ পারার সুরা ইউনুসের ৮৯ নং আয়াতে মুসা ও হারুন (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘‘তোমাদের দুজনের দুয়া কবুল করা হয়েছে ।’’ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুসা নবী দুয়া করেছিলেন আর হারুন নবী (আঃ) আমিন বলেছিলেন । এক্ষেত্র আল্লাহ উভয়কে দুয়া প্রার্থনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন ।’’ (আহকামুল কুরআন, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘অত্যান্ত কাকুতি মিনতি এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দুয়া করবে । খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা জানাবে এবং আল্লাহর একত্যবাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে । বাগাড়ম্বড় করে উচ্চস্বরে দুয়া করা উচিৎ নয় ।’’ (তফসীরে ইবনে কাসীর, সুরা আরাফের ৫৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

সুতরাং আমিন হল দুয়া আর দুয়া আস্তে আস্তে করা উচিৎ । হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ হওয়া সত্বেও তিনি আমিন আস্তে বলা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর মাযহাব মুতাবিক ফতোয়া দিতেন । ইমাম রাযী (রহঃ) এর বক্তব্য হল, আস্তে আমিন বলাটা কুরআন শরীফের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । এই কথা তিনি ‘তফসীরে কবীর’ এর ১৪ তম খন্ডের ১৩১ পৃষ্ঠার উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় করেছেন ।

আমিন আস্তে বলার ফজিলত

কুরআন শরীফের সুরা মারইয়াম এর শুরুতেই মহান আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর প্রতি খাস রহমত নাযিলের কথা বলেছেন । কেননা, হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর কাছে আস্তে আস্তে দুয়া করেছিলেন । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা আস্তে আস্তে আমিন অর্থাৎ দুয়া করে তাদের উপর খাস রহমত নাযিল হয় ।

হাদীস থেকে আস্তে আমিন বলার প্রমাণ

১ নং হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমিন বলবে (সেই সময় ফিরিস্তারাও আমিন বলে) যার ফিরিস্তাদের আমিনের সাথে যার আমিনের সাদৃশ্য হবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা- ১৪৯, মুসলিম শরীফ)

বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় নামাযে আস্তে আমিন বলতে হবে । কেননা এখানে বলা হয়েছে, ফিরিস্তাদের আমিনের সাথে যার আমিনের সাদৃশ্য হবে তারন অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দাওয়া হবে । আর ফিরিস্তাদের আমিনের সাথে সাদৃশ্য করতে গেলে আমিন ইমাম সহ সকল মুক্তাদীদেরকে আস্তে বলতে হবে তবেই ফিরিস্তাদের আমিনের সাথে সাদৃশ্য হবে কেননা ফিরিস্তারা আস্তে আমিন বলেন তাই ফিরিস্তাদের আমিন শব্দ কেউ শুনতে পান না । তাই ফিরিস্তাদের আমিনের সাথে সাদৃশ্য করতে গেলে আস্তে আমিন বলতে হবে ।

সুতরাং বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় ইমাম সহ প্রত্যেক মুক্তাদীদেরকে আমিন আস্তে বলতে হবে ।

২ নং হাদীস ঃ শো'বা (রহঃ) এই হাদীসটি সালমা ইবনে কুহায়ল-হুজর আবুল আব্বাস-আলকামা ইবনে ওয়াইল-তার পিতা ওয়াইল (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসুল (সাঃ) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি যখন 'গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লীন' বললেন, তখন আমিন বললেন এবং এটা নিম্নস্বরে বললেন। (তিরমিযী শরীফ, পৃষ্ঠা-৯২)

এই হাদীসটাকে আল্লামা নীমিবী (রহঃ) 'আসারুস সুনান' কিতাবে বলেছেন, ''এর সনদ সহীহ।'' (পৃষ্ঠা-১৯২) এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, ''এটা বুখারী মুসলিমের শর্ত মাফিক সহীহ হাদীস।'' আল্লামা যাহাবী (রহঃ) 'তালখিসে মুস্তাদরাক' এ বলেছেন, ''হাদীসটি ইমাম বুখারী ও উমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।''

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় আমিন আস্তে বলতে হবে।

৩ নং হাদীস ঃ হযরত আবু ওয়াইল (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এদের নিয়ম ছিল, তাঁরা আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমিন কোনটাই উচ্চস্বরে বলতেন না। (মু'জামে কবীর, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯৩)

৪ নং হাদীস ঃ হযরত আবু ওয়াইল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমিন কোনটাই উচ্চস্বরে বলতেন না। (তাহাবী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫০)

৫ নং হাদীস ঃ হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন, চারটি জিনিস আস্তে বলবে, (ক) আউজুবিল্লাহ, (খ) বিসমিল্লাহ, (গ) আমিন, (ঘ) রাব্বানা লাকাল হামদ। (আল বেনায়াহ, পৃষ্ঠা-২২০)

৬ নং হাদীস ঃ হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে হুযূর (সাঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় দুই জায়গাতে চুপ থাকতেন,

(ক) তকবীর তাহরীমা বলার পর, (কেননা এখানে সানা পড়তেন) ।

(খ) যখন ওয়ালাদ্দাল্লীন পড়তেন, (কেননা এখানে আমিন বলতেন) । (আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ)

৭ নং হাদীস ঃ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এর ফতোয়া ছিল, দাঁড়ানো অবস্থায় পাঁচটি জিনিস আস্তে বলা হবে,

(ক) সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, (খ) আউজুবিল্লাহ,

(গ) বিসমিল্লাহ, (ঘ) আমিন, (ঙ) রাব্বানা লাকাল হামদ, (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৫৩৬, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-৮৭)

৮ নং হাদীস ঃ হযরত হুজর বিন আম্বাস হযরত ওয়াইল বিন হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন যে আমি শুনেছি যে হুযূর (সাঃ) যখন 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' পড়লেন তখন আমিন বললেন এবং আওয়াজটাকে নিম্নস্বরে করলেন । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা)

৯ নং হাদীস ঃ হযরত হাসান বলেছেন, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হযরত ইমরান বিন হুসাইন এর মধ্যে যখন এলাম তখন সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) বললেন যে আমার ভালোভাবে মনে আছে যে নবী করীম (সাঃ) নামাযে দুই জায়গায় চুপ থাকতেন । প্রথমত তাকবীরে তাহরীমার পর এবং দ্বিতীয়ত 'গায়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলার পরে । হযরত ইমরান বিন হুসাইন এটাকে অস্বীকার করলেন এবং এই সিদ্ধান্ত নিলেন উবাই বিন কা'বকে চিঠি লেখার জন্য । হযরত উবাই বিন কা'ব জবাব দিলেন, সত্যই হযরত সামুরা (রাঃ) ভালোভাবেই মনে রাখেন । (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৭৯)

এই হাদীসে পরিস্কার বলা আছে যে ‘গায়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লীন’ বলার পর আমিন বলার সময় চুপ থাকতেন । অর্থাৎ আস্তে আমিন বলতেন ।

১০ নং হাদীস ঃ হযরত হাসান হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি যখনই নামায পড়াতেন তখন দুই জায়গায় চুপ থাকতেন । প্রথমত নামায শুরু করার সময় এবং দ্বিতীয়ত ‘ওয়ালাদ্বাল্লীন’ বলার পর (অর্থাৎ আমিন বলার সময়) । যাইহোক লোকেরা এটাকে অস্বীকার করলেন । যাইহোক তিনি হযরত উবাই বিন কা’ব (রাঃ)কে এই ব্যাপারে লিখলেন তখন উবাই বিন কা’ব জবাব লিখলেন যে অবশ্যই এটাই হুকুম যেরকম সামুরা বলেছেন । (দ্বারাকুত্নী, আসারুস সুনান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৬)

১১ নং হাদীস ঃ হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে নবী (সাঃ) আমাদেরকে জামাআতের সঙ্গে নামাযের পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, কাতার সোজা করে নাও তারপর তোমাদের মধ্যে একজন ইমাম হবে, তারপর যখন ইমাম ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে তোমরাও ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লী’ বলবে তখন তোমরা আমিন বলবে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন । তারপর যখন ইমাম ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকু করবে তোমরা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকু করবে । ইমাম রুকুও আগে করে এবং রুকু থেকে মুক্তাদীর আগে উঠে । এরপর যখন ইমাম ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদা’ বলবে তখন তোমরা ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ বলবে । (মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬)

এই হাদীসে তাকবীর, রুকু প্রভৃতিতে ইমাম এবং মুক্তাদীদেরকে বলা হয়েছে যে উভয়েই আদায় করবে এবং ফাতেহা এবং আমিন, তসমীয়া এবং তামহীদ প্রভৃতিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে । আহলে হাদীসরা এই হাদীসে শেষ অংশের এটাই অর্থ নেন যে ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ আস্তে বলা উচিৎ ঠিক সেই রকম আমিনও আস্তে বলা উচিৎ ।

আহলে হাদীসরা এখানে বলেন যে ‘আমিন বলবে’ এর মানে হল জোরে আমিন বলতে হবে । তাদেরকে আমরা বলব হাদীসে বলা হয়েছে ‘রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে’ ‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বলবে’ তাহলে কি ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ ‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন’ প্রভৃতিও জোরে বলতে হবে ? যা আহলে হাদীসরাও মানে না । সুতরাং আহলে হাদীসদের এই যুক্তি ধোপে টিকে না ।

১২ নং হাদীস ঃ হযরত আলকামা নিজের পিতা হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি হুযূর (সাঃ) এর সঙ্গে নামায পড়েছেন । যখন হুযূর (সাঃ) ‘ওয়ালাদ্দাল্লীন’ বললেন তখন আমিন বলার সময় নিজের কণ্ঠস্বর খুবই আস্তে করলেন । (যায়লায়ী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৪)

সুতরাং উক্ত হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় নামাযে আস্তে আমিন বলতে হবে ।

আহলে হাদীসদের দলীলের জবাব

আহলে হাদীসরা জোরে আমিন বলার স্বপক্ষে যেসব হাদীস পেশ করেন তা হল,

১ নং হাদীস ঃ হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি হুযূর (সাঃ) থেকে শুনেছি যে হুযূর ‘গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন’ পড়ে আমিন বলেছেন এবং আওয়াজটাকে টেনে বলেছেন । (তিরমিযী শরীফ)

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে হুযূর (সাঃ) উচ্চস্বরে বলেছেন ।

এই হাদীসে একজন রাবী আছেন যার নাম আবু ইসহাক সাবেয়ী যার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইমাম নববী, পৃষ্ঠা-১৭, তকরীব)

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ) ও এই রাবীকে জেরাহ করেছেন। সুতরাং কুরআন শরীফ ও উপরিউক্ত সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় এই যয়ীফ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আর এই হাদীসটাকে যদি সহীহ মেনে নেওয়াও যায় তবুও সেটা ছিল একবারের ঘটনা। কেননা সেই সময় ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) প্রথম প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন তাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জোরে আমিন বলেছিলেন।

আর এই হাদীসে এটা পরিস্কারভাবে বলা নেই যে ছয় রাক্আতে জোরে আমিন বলতে হবে ও বাকী এগারো রাক্আতে আস্তে আমিন বলতে হবে যেটা আহলে হাদীসরা করে থাকে।

২ নং হাদীস ঃ আবু সালমা এবং সায়ীদ বলেছেন যে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, হুযূর (সাঃ) জোরে আমিন বলেছেন। (দ্বারাকুত্বনী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৭, হাকিম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৩)

এই হাদীসটি যয়ীফ। এই হাদীসের রাবী ইসহাক বিন ইবরাহীম রয়েছেন যাঁকে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) যয়ীফ বলেছেন। এবং মুহাম্মাদ বিন আউফ আমাশ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। (মিযানুল এ'তেদাল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৫)

এই হাদীসে আর একটি রাবী আছেন যাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন সালাম। সে হযরত আলী (রাঃ) এর শানে গুস্তাখী করত এবং সে বলত হযরত আলী (রাঃ) এর সহযোগিতায় আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) কে শহীদ করা হয়েছিল। (মিযানুল এ'তেদাল)

এর আগে প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত আলী (রাঃ) আস্তে আমিন বলতেন । তার বিপরীত ইসহাক ইবরাহীরে মতো মিথ্যাবাদী এবং আব্দুল্লাহ বিন সালামের মতো বেদ্বীন, আলী (রাঃ)কে গালিগালাজকারীর বর্ণিত হাদীসের উপর আমল সেইসব মুজতাহীদরাই করবে যাদেরকে বৃটিশ সরকার ইজতেহাদ করার জন্য নির্বাচন করেছিল এবং ‘আহলে হাদীস’ নামকরণটি অ্যালার্ট করেছিল ।

এই হাদীসটাকে ইমাম দ্বারাকুত্বনী তাঁর সুনানে হাসান বলেছেন এবং অপরদিকে তিনি নিজেই ‘কিতাবুল লাইল’ এর মধ্যে এই হাদীসটাকে যয়ীফ বলেছেন । আজকের যুগের গায়ের মুকাল্লিদদের মুজতাহিদ সাহেবরা দ্বারাকুত্বনীর হাওয়ালা দিয়ে ‘হাসান’ বলে থাকেন কিন্তু ‘কিতাবুল লাইল’ কিতাবে একে যয়ীফ বলা হয়েছে সেটা তাঁরা চোখ বুজে হজম করে যান । এরকম খেয়ানত ধোকাবাজীর উপরেই গায়ের মুকাল্লিদদের মাযহাব টিকে আছে ।

৩ নং হাদীস ঃ হযরত উম্মে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে হুযূর (সাঃ) আমিন বললেন, সেটা মহিলাদের কাতার পর্যন্ত শোনা গেল । (যায়লায়ী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩৭১)

এই হাদীসের সনদে রাবী আছে ইসমাইল বিন মুসলিম মক্কী যাকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনে মায়ীন, ইমাম ইবনুল মাদীনী, ইমাম নাসাই, ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকীম প্রভৃতিরা যয়ীফ বলেছেন । (তাহযীবুত তাহযীব, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩২২)

এই হাদীসে আর একজন রাবী আছে যার নাম হারুন আল আউর যার জন্য ‘মিযানুল এ’তেদাল’ কিতাবে লেখা আছে যে সে রাফেযী ছিল ।

আর এই আমিন বলার ঘটনাটা একবারই হয়েছিল । রসুলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জোরে আমিন বলেছিলেন । আর এই হাদীসে পরিস্কার বলা নেই যে ছয় রাক্আতে জোরে আমিন বলতে হবে

আর বাকী এগারো রাক্আত নামাযে আস্তে আমিন বলতে হবে যেটা আহলে হাদীসরা করে থাকে ।

৪ নং হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমি হুযুর (সাঃ) কে আমিন বলতে শুনেছি ।

এই হাদীসে একজন রাবী আছে যার নাম হাজিয়া বিন আদী যার জন্য 'তাকরীব' কিতাবে লেখা আছে, সে মিথ্যাবাদী ছিল এবং ভূল করত । এই হাদীসে আর একজন রাবী আছে যার নাম ইবনে আবী ইয়ালা । রফয়ে ইয়াদাইনের অধ্যায়ে এই রাবীকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য আহলে হাদীসদের রক্ত শুকিয়ে যায় । কিন্তু জোরে আমিন বলার ব্যাপারে তাঁরা এই রাবীকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণযোগ্য মনে করেন । যাইহোক ইবনে আবী হাতিম বলেছেন, আমি আমার পিতাকে আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি । তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি ভূল এবং ইবনে আবী ইয়ালা খারাপ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যাক্তি । (মুতালায়ে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০/ হযটত আমিন সফদর ওকাড়বী রহ.)

আর এই হাদীসে স্পষ্ট বলা নেই যে ছয় রাক্আতে জোরে আমিন বলতে হবে এবং বাকী এগার রাক্আতে আস্তে আমিন বলতে হবে ।

৫ নং হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে সব লোকরে আমি বলা ছেড়ে দিয়েছিল । এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সুরা ফাতেহা শেষ করতেন তখন আমিন বলতেন । এমনকি প্রথম কাতারে অবস্থানকারীরা শুনে নিত । এর মসজিদে গুন গুন শব্দ হত । (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৬১)

এই হাদীসে মুক্তাদীর কথা স্পষ্টভাবে বলা নেই । এই হাদীসটি আবু দাউদ শরীফের খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৪ এবং মুসনাদে আবী ইয়ালা, আসারুস সুনান এর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৪ এর মধ্যেও আছে । কিন্তু সেখানে 'গুন গুন শব্দ হত' এই শব্দ নেই ।

এই হাদীসের সনদে রাবী আছেন বশীর বিন রাফে । ‘মিযানুল এ’তেদাল’ কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ), ইমাম নাসাই (রহঃ) প্রভৃতি মুহাদ্দিসরা যয়ীফ বলেছেন । ইবনে হিব্বান বলেছেন, ‘‘সে বাতিল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করত এবং আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) ‘কিতাবুল ইনসাফ’ এর মধ্যে লিখেছেন যে মুহাদ্দিসরা এব্যাপারে একমত যে বশীর বিন রাফের বর্ণনা নিশ্চিন্তভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে এবং ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যেতে পারে ।

এই হাদীসের দ্বিতীয় রাবী হলেন ইবনে আমর আবী হুরাইরাহ (রহঃ) যিনি মজহুল ।

এই মিথ্যা হাদীসের দ্বারা এটা বুঝা যায় মা’জাল্লাহ সাহাবায়ে কিরামরা প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিরোধীতা করতেন । আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিজের আওয়াজকে নবী পাক (সাঃ) এর আওয়াজের থেকে বেশী উঁচু করবে না । তানাহলে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে ।

এই হাদীসে মসজিদে নববীর কথা বলা হয়েছে । যদিও গুঞ্জন শব্দ গম্বুজওয়ালা ইমারতে হয় । আর হুযূর (সাঃ) এর যুগে মসজিদে নববীর ছাদ খেজুর পাতার ছিল । সুতরাং সেখানে গুঞ্জন শব্দ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না ।

আর এই হাদীসে একথা বলা নেই যে ছয় রাক্আতে জোরে আমিন ও বাকী এগারো রাক্আতে আস্তে আমিন বলতে হবে ।

সুতরাং এই মিথ্যা হাদীস দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।

আহলে হাদীসদের শেষ পরিণতি

১) আহলে হাদীসরা রাত দিন হট্টোগোল করে বেড়ায় যে একমাত্র তারাই হাদীসের উপর আমল করে বাকী সমস্ত মুসলমানকে হাদীসের দুশমন বলে সমাজে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় । কিন্তু তাদের অবস্থা এমনই যে তারা আজ পর্যন্ত এরকম কোন সহীহ হাদীস পেশ করতে পারেনি যে যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন জোরে আমিন বল ।

২) এবং তারা এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যে যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমিন বলার জন্য তাগিদ দিয়েছেন এবং এর জন্য সওয়াবের কথা বলেছেন ।

৩) এবং তারা এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যে যেখানে বলা হয়েছে ছয় রাক্আতে জোরে আমিন বলতে হবে এবং বাকি এগার রাক্আতে আস্তে আমিন বলতে হবে ।

৪) তারাতারা এরকম কোন হাদীস পেশ করতে পারেনি যখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে ছয় রাক্আতে জোরে আমিন বলেছেন এবং বাকি এগার রাক্আতে আস্তে আমিন বলেছেন ।

৫) খুলাফায়ে রাশেদীনরাও ছয় রাক্আতে জোরে ও বাকি গার রাক্আতে আস্তে আমিন বলেননি । এরকম কোনো প্রমাণ আহলে হাদীসরা পেশ করতে পারেননি ।

৬) আহলে হাদীসরা আজ পর্যন্ত এরকম কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সারা জীবন জোরে আমিন বলেছেন ।

আর যেসব যয়ীফ এবং কমজোর হাদীসের সহযোগিতা তারা নেয় সেখানে এটাই বলা হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোরে আমিন বলেছিলেন । এটা ঠিক সেই রকম যেরকম রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কখনো কখনো জোরে কিরআত করতেন । যেমন আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে নবী করীম (সাঃ) জোহর ও আসররের প্রথম দুই রাক্আতে সুরা ফাতেহা অন্য অন্য কোন সুরা পড়তেন । আবার কখনো কখনো আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন । (বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জোহর ও আসরের নামাযে জোরে কিরআত করা যেরকম সবসময়ের আমল ছিলনা ঠিক সেই রকম জোরে আমিন বলাও সবসময়ের আমল ছিল না ।

জোরে আমিন বলার উৎপত্তির ইতিহাস

ভারতবর্ষের সরজমিনে সর্বপ্রথম জোরে আমিন বলার প্রচলন শুরু করেন ফাকির এলাহাবাদী নামে একজন গায়ের মুকাল্লিদ । তার আগে কেউ ভারতবর্ষের কোন মুসলমান জোরে আমিন বলতেন না ।

‘ফুকাহায়ে হিন্দ’ কিতাবে লেখা আছে, ‘‘শায়খ মুহাম্মাদ ফাকির সাহেব প্রথমবার দিল্লীতে এসেছিলেন তখন একটি আশ্চর্য ধরণের ঘটনা ঘটেছিল । সেই ঘটনাটি হল, তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে নামায পড়লেন তখন তিনি জোরে আমিন বলে নামায পড়লেন । সেখানকার লোকেদের জন্য এই জোরে আমিন বলাটা একটি নতুন ব্যপার ছিল । এবং তারা শায়খ সাহেবের (ফাকির এলাহাবাদী) জ্ঞান ও মর্যাদার ব্যাপারে অবগত ছিল না । নামাযে জোরে আমিন বলা যখন তাদের কানে গেল তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল । নামাযের পরে লোকেরা শায়খ সহেবকে ঘিরে নিল এবং বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে লাগল । শায়খ সাহেব হাদীসে হাওয়ালা দিয়ে তাদেকে নিজের কথা বুঝাবার এবং এটাকে সুন্নতের মুতাবিক প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কেউ তার কথা মানল না এবং তারা বিতর্ক শুরু করে

দিল । শেষে শায়েখ সাহেব বললেন, তোমরা যদি আমার কথা না মানো তাহলে আমাকে শহরের কোন আলিমের কাছে নিয়ে চলো । তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হোক । লোকেরা তাকে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের কাছে নিয়ে গেল এবং সব কথা বলল । শাহ সাহেব লোকেদেরকে বললেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে জোরে আমিন বলা প্রমাণ আছে । শাহ সাহেবের মুখ থেকে এই শব্দ শুনে লোকেরা চলে গেল । শায়খ মুহাম্মাদ ফাকির এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ দুজনে সেখানে রয়ে গেলেন । সুযোগ পেয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ফাকির সাহেব শাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি খেলতে যান নি কেন ? শাহ সাহেব জবাব দিলেন, যদি খেলতে যেতাম তাহলে আজকে আপনাকে কিভাবে বাঁচাতাম ।'' (ফুকাহায়ে হিন্দ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৮)

এই ঘটনা থেকে পরিস্কার প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষের সরজমিনে সর্বপ্রথম জোরে আমিন বলার প্রচলন করেন মুহাম্মাদ ফাকির এলাহাবাদী । এখানে শাহ সাহেবের উক্ত ঘটনা দ্বারা একথা মনে করা উচিৎ নয় যে তিনি জোরে আমিন বলাকে সমর্থন করতেন । কেননা, শাহ সাহেব নিজে লিখেছেন, ''ভারতবর্ষের সাধারণ (যারা মুজতাহিদে মুতলাক নয়) কোকেদের প্রতি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাব অবলম্বন করা ওয়াজীব এবং ঐ মাযহাব ত্যাগ করা হারাম ।'' (আল ইনসাফ ফি আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা-৭০)

প্রিয় পাঠক ! এতক্ষন দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পেরে গেলেন যে গায়ের মুকাল্লিদদের কাছে জোরে আমিন বলার কোন স্পষ্ট হাদীস মৌজুদ নেই । আর হাদীসে একথা বলা নেই যে জোরে আমিন না বললে নামাযে কোন প্রকার ত্রুটি থেকে যাবে । আর আমদের কাছে আস্তে আমিন বলার প্রমাণ কুরআন ও হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে মৌজুদ আছে ।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

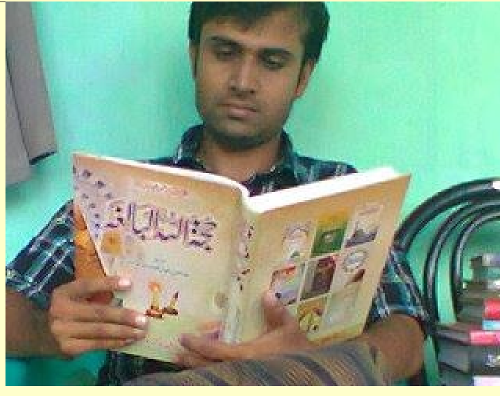
১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকাআত
তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের
অপবাদ ও তার খণ্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

পুস্তক সংগ্রহের ঠিরানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে । শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে । শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।



লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, ভারত, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমেরি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু কানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এর পর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

পেশা ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু ও বর্তমান পরিস্থিত নিয়ে লেখা ও বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা ।

শখ ঃ ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা, ক্রিকেট খেলা ও দেখা ।

প্রথম পুস্তক ঃ শিরক ও বিদ্‌আত সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক 'ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব' বিদ্‌আতীদের হাঙ্গামায় ২০১০ সালে বন্ধ হয়ে যায় ।





Islamic Da'wah and Education Academy